: স্মারকলিপি :

মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা, বাংলাদেশ।

মাধ্যম: জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম।

বিষয়: ৬৯৯.৯৮ একর পাহাড়ি জমিতে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি গঠনের প্রস্তাব বাতিলের আবেদন।

মহোদয়,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক আমরা আলুটিলা এলাকার বাসিন্দাদের সদ্য গঠিত সংগঠন আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংগঠন, হেডম্যান এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আপনার সমীপে নিম্নোক্ত বক্তব্য নিবেদন করছি।

১। গত ১৫ জুন ২০১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক বরাবরে লেখা এক পত্রে **আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি** এর জন্য ৬৪০ একর খাস জমির অবস্থান, দাগসূচী ও মৌজা ম্যাপ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানান। উক্ত পত্রে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাংগা ও খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ২০৫ নং তৈকাতাং ও ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজায় ৬৪০ একর জমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়। (পত্র নং ঃ ০৩.৭৫৯.১৪.৫৩.০০.০৫৮.২০১৬- ১০৫৩)।

২। অপরদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের ১৩ জুলাই ২০১৬ তারিখের এক পত্রে (স্মারক নং- ০৫.৪২.৪৬৭০.০১৩.০০.০০২.১৫- ৩০৩) উক্ত পর্যটন জোনের প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ ৬৯৯.৯৮ একর উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবিত জমির মধ্যে ৬০৪ একর মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন ২০৪ নং আলুটিলা মৌজা ও ২০৫ নং তৈকাতাং মৌজার এবং ৯৫.৯৮ একর খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২৬২ নং গোলাবাড়ী মৌজার অন্তর্ভুক্ত।

৩। উক্ত প্রস্তাবের ভিত্তিতে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে তদন্ত করা হয়েছে এবং সার্ভেয়ার কর্তৃক খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) -এর কাছে প্রেরিত তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত ৯৫.৯৮ একর জমির মধ্যে (৯৫.৯৮ - ৮ একর মংসাইগ্য চৌধুরীর জমি) ৮৭ একর খাস বা সরকারের মালিকানাধীন দেখানো হয়েছে। মাটিরাঙ্গা উপজেলায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমির উপর তদন্ত প্রতিবেদনে কী উল্লেখ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে মাটিরাঙ্গা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের একটি নথিতে আলুটিলা মৌজার ৬৩৬ নং দাগের ও তৈকাতাং মৌজার ৩ নং দাগের সমস্ত জমিসহ প্রস্তাবিত ৬০৪ একর খাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪। আমরা মনে করি খাগড়াছড়ি সদর উপজেলায় সার্ভেয়ারের তদন্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র ফুটে ওঠেনি। সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যানের বক্তব্য গ্রহণ না করা এবং প্রত্যক্ষ ও সরেজমিন তদন্তের দুর্বলতা ও ঘাটতিই এর প্রধান কারণ। অন্যদিকে মাটিরাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নথিতেও প্রস্তাবিত জমি বিষয়ে সঠিক তথ্য দেয়া হয়নি। সরেজমিন তদন্ত না করে উক্ত দলিল প্রস্তুত করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা।

৫। প্রকৃতপক্ষে গোলাবাড়ী মৌজায় অন্তর্ভুক্ত প্রস্তাবিত জমিতে একটি গ্রামের ৮ পরিবারের ৪০ জন পাহাড়ির বসবাস রয়েছে। এছাড়া এখানে 'আলোক নবগ্রহ ধাতু চৈত্য বিহার' নামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একটি উপাসনালয়, খৃষ্টানদের ১টি গীর্জা ও ১টি শ্মশানেরও অবস্থিতি আছে।

৬। মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন তৈকাতাং মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে বর্তমানে ১২টি গ্রামে ৩৯৭টি পরিবারের মোট ১,৬৪২ জন পাহাড়ি বসবাস করছেন। এছাড়া এই গ্রামগুলোতে রয়েছে ৫টি হিন্দু মন্দির, ৩টি শ্মশান, ব্র্যাক পরিচালিত স্কুল ১টি, ইউনিসেফ পরিচালিত স্কুল ৪টি ও জাবারাং (এনজিও) পরিচালিত স্কুল ১টি।

৭। মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন আলুটিলা মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৮টি গ্রাম অন্তর্ভুক্ত। এসব গ্রামে বাস করছেন ১১৩টি পরিবারের ৪৭১ জন সদস্য। এখানে ২টি হিন্দু মন্দির, ১টি গীর্জা, ১টি কমিউনিটি সেন্টার, ১টি সরকারী স্কুলসহ ৬টি প্রাইমারী স্কুল (হৃদয় মেম্বার পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুনর্বাসন বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ব্র্যাক স্কুল ২, ইউনিসেফ স্কুল ২) ও ৩টি শ্মশান রয়েছে।

৮। এছাড়া উক্ত তিন মৌজায় প্রস্তাবিত জমিতে ৩৮ ব্যক্তি ও সমিতির নামে শত শত একরের বিভিন্ন ফলজ ও বনজ বাগান এবং ঔষধী গাছ রয়েছে। এইসব বাগান থেকে তারা বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করে তাদের পরিবারে ও সমাজে সমৃদ্ধি আনয়ন করছেন। পাহাড়ি বাঙালি মিশ্রিত জমির মালিকদের মধ্যে রয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, তার স্ত্রী ক্রাইচাউ মারমা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহেদুল আলম, কলেজের শিক্ষক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মকর্তাসহ অনেকে।

৯। আমরা অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে সরকারের বলিষ্ঠ অঙ্গীকারকে স্বাগত জানাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবন মান উন্নয়নের ব্যাপারেও যে সরকারের দৃষ্টি রয়েছে তা উপরোক্ত পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব থেকে বোঝা যায়। আমরা অবশ্যই চাই খাগড়াছড়িসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পার্বত্য অঞ্চলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হোক। কিন্তু তা সত্বেও নিম্নোক্ত বিশেষ কারণে আমরা প্রস্তাবিত এলাকায় বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি গঠনের প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয় বলে মনে করি:

ক. প্রস্তাবিত জমিতে আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে দুটি উপজেলার তিনটি মৌজায় ২১টি গ্রামের ৫১৮টি পরিবারের ২,১৫৩ জন পাহাড়ি নিজ জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হবেন। প্রধানত ত্রিপুরা জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এই বসতিগুলো শত বছরের পুরোনো এবং তারা জীবিকার জন্য মুলতঃ জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিকভাবে এত বিশাল এলাকা অধিগ্রহণ করা হলে তাদের পক্ষে জুমচাষ করে জীবিকা নির্বাহ করা কোন মতে সম্ভব হবে না।

খ. শত শত বছর ধরে উক্ত এলাকায় বসবাস করলেও এই এলাকার রীতি ও প্রথা অনুযায়ী স্ব স্ব দখলীয় জায়গা বন্দোবস্তী নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেনি। ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্তদের (potential victims) জমির মালিকানা সংক্রান্ত কোন দলিলপত্র নেই। সে কারণে প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য উক্ত জমি অধিগ্রহণ করা হলে তারা ন্যায্য ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবেন।

উন্নয়নের বলী। অতীতেও উন্নয়নের নামে এভাবে বহুবার পাহাড়িদেরকে নিজ বাপদাদার ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিবর্তে তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার ও দারিদ্র্য।

ঘ. যদি ধরে নেয়া হয় যে তাদেরকে উচ্ছেদ না করতে তাদের বসতিগুলো বাদ দিয়ে বাকি জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তাহলেও চূড়ান্ত ফলাফল হবে একই। কারণ একটি পাহাড়ি গ্রামকে টিকে থাকার জন্য যে বনাঞ্চলের প্রয়োজন হয় সে বনকে খাস হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং সে বন দখল করা হলে তাদেরকে বেঁচে থাকার 'লাইফ লাইন' থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ফলে তাদেরকে 'লাইফ ব্লাডের' অভাবে শুকিয়ে মরে যেতে হবে।

ঙ. সার্ভেয়ারের প্রতিবেদনে যে জমিগুলো খাস দেখানো হয়েছে সেগুলো প্রকৃতপক্ষে খাস নয়। সে সব জমিতে শত শত বছর ধরে লোকজন বসবাস ও জুমচাষ করে আসছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনার কারণে উক্ত জমি ভোগ দখল করার জন্য তাদের জমির মালিকানার প্রয়োজন হয়নি। যারা একটি নির্দিষ্ট জমিতে বংশ পরম্পরায় বসবাস করে আসছেন, তাদের মালিকানার দলিল না থাকার অজুহাতে ওই জমিকে হঠাৎ 'খাস' হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হলে তা হবে সকল ধরনের মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এমনকি তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বলবৎ আইনেরও লঙ্ঘন হবে।

চ. যারা প্রস্তাবিত জমিতে বহু কষ্টে সঞ্চিত ব্যক্তিগত পুঁজি খাটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করছেন এবং এভাবে নিজের পরিবারের, সমাজের ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসছেন, তারাও চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আলুটিলায় এত বছর ধরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে নীরবে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে, সেখানে প্রস্তাবিত পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা শেষ হয়ে যাবে। আর এটাই হবে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার' সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

ছ. আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন গঠনের প্রস্তাব দেয়ার আগে স্থানীয় আলুটিলাবাসী, সংশ্লিষ্ট মৌজা হেডম্যান, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ কারোর মতামত গ্রহণ করা হয়নি। তাই আমরা মনে করি উক্ত প্রস্তাব ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল মাত্র এবং তা অর্থনৈতিকভাবেও লাভজনক হবে না।

জ. খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ আইনের ৬৪(ক) অনুচ্ছেদে সরকারী খাস জমি পরিষদের সম্মতি ছাড়া বন্দোবস্ত বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই আইনের ৬৪(খ) অনুচ্ছেদে বলা আছে: পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।' অথচ সরকারের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আইন অমান্য করে প্রস্তাবিত জমিতে পর্যটন জোন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা পার্বত্য জনগণের মধ্যে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করবে।

ঝ. প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৬টি হিন্দু মন্দির, ২টি খৃষ্টান গীর্জা ও ১টি বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, পরিত্যক্ত বা ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং এলাকার জনগণ তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন। পর্যটনের নামে অবকাঠামো নির্মাণ ও ব্যাপক সংখ্যক লোকের আনাগোনার ফলে এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক কথায়, অর্থনৈতিক ক্ষতি ছাড়াও প্রস্তাবিত আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন প্রকল্পটির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ক্ষতি হবে মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী।

ঞ. আলুটিলায় পর্যটন কার্যক্রমের ফলে যে অর্থনৈতিক লাভ হবে তার সুফলও পাহাড়িদের ঘরে উঠবে না। বান্দরবান, রাঙামাটি ও সাজেকের পর্যটনের চিত্র তার জাজ্বল্য দৃষ্টান্ত।

ট. সার্বিক বিচারে উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীর ভিত্তিতে আলুটিলায় বিশেষ পর্যটন জোন গঠন করা হলে তা হবে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতি চরম অন্যায় ও অমানবিক।

১০। আমরা কোনভাবেই উন্নয়নের বিরোধী নই। পৃথিবীতে সবাই সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি চায়। কিন্তু আমরা এমন উন্নয়ন, এমন পর্যটন চাই না, যার ফলে কোন একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে তার জন্য চরম মূল্য দিতে হয়, নিজ জমি-বন থেকে উৎখাত হতে হয়, তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায় এবং তাদেরকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর জীবন কাটাতে হয়।

তাই আমরা মনে করি উপরোক্ত বিশেষ কারণে 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না। এমতাবস্থায় আমরা আপনার কাছে নিম্নোক্ত দাবি জানাচ্ছি:

ক. স্থানীয় জনগণের মতামত না নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের উত্থাপিত 'আলুটিলা বিশেষ পর্যটন জোন, খাগড়াছড়ি নামে অর্থনৈতিক অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব বাতিল করতে হবে।

খ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের পরিবর্তে বরং আলুটিলাসহ তার আশেপাশের জমির মালিকদের ফলজ, বনজ ও ঔষধী গাছের বাগান সৃজনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা, প্রণোদনা ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া হোক।

ধন্যবাদসহ বিনীত নিবেদক

তারিখ: ৩১/০৮/২০২৫ খ্রি.

আলুটিলা ভূমি রক্ষা কমিটি, আলুটিলা ভূমি রক্ষা যুব কমিটি, নির্বাচিত জুম্ম জনপ্রতিনিধি সংসদ, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন সংগঠন ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গবৃন্দ:

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
১	চিন্তামনি চাকমা	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি সদর	০১৫৫৬৬৫৭৪০৫	[signature]
২	জীবন রঞ্জন ত্রিপুরা	চেয়ারম্যান, ৩ নং গোলাবাড়ী ইউ. পি	01714108394	[signature]
৩	অনন্ত বিহারী খীসা	অব. প্রধান শিক্ষক, [illegible] উ. বি.	01823456419	[signature]
৪	সুদীপ চাকমা	সমাজ কর্মী	01556530983	[signature]
৫	[illegible]	সদস্য: [illegible]	01726887682	[signature]

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
০৬	ডাঃ বিক্রম ত্রিপুরা (আইনজীবী)	আলুটিলা ৫৩ ভূমি রক্ষা কমি: আহ:	0155784022 ৬০	
০৭	মোঃ মিজান চৌঃ	চেয়ারম্যান গোলাবাড়ী	0177510022 ৬৯	
০৮	বিপুল লাল ঘোষ	(চেয়ারম্যান) বাঙালকাটি	018584890 ৫৯	
০৯	রবিন্দ্র ত্রিপুরা	সভাপতি জেলা বাংলাদেশ ত্রিপুরা কল্যাণ সংসদ খাগড়াছড়ি।		
১০	অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা	চেয়ারম্যান [illegible]	01530603550	
১১	[illegible]	গ্রাম প্রধান (হেডম্যান) ৩ নং পানছড়ি	হেডম্যান ৩ নং, আলুটিলা	
১২	[illegible] মোহন দেওয়ান	হেডম্যান ২০৫ নং [illegible] মৌজা -	সমষ্টি অংশগ্রহণ. 01747706713	
১৩	[illegible]	সাবেক জেলা পরিষদ সদস্য ও সদস্য, [illegible] কমিটি।		
১৪	মধু মঙ্গল চাকমা	সংবাদ সম্পাদক খাগড়াছড়ি।	01556423208	
১৫	নমিতা চাকমা	মানবাধিকার কর্মী খাগড়াছড়ি।	01556577628	
১৬	মনজয় ত্রিপুরা	পাদ্রী খ্রিস্টান মিশন, খাগড়াছড়ি	01732904440	
১৭	বিভীষণ শান্তি ত্রিপুরা	[illegible] খাগড়াছড়ি [illegible]	01559792701	
১৮	[illegible]	সাবেক সদস্য, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ	01820712614	
১৯	অমৃত লাল ত্রিপুরা	ইসকন মন্দির সভাপতি -	01812927930	
20	[illegible] জ্যোতি [illegible]	সভাপতি, পার্বত্য [illegible]	02555266 6602	
২১	[illegible]	সভাপতি [illegible]	0155674422 17	

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
২২	[illegible] ত্রিপুরা	[illegible] কমিটি সদস্য ঠাকুরা	০১৫৫২৬৭৬৪৪২	[signature]
২৩	চিরন জিৎ ধামাই	আলু টিলা রাধা সেস্থার পাড়া		চিরনজিৎ ধামাই
২৪	রেজাস কান্তি ত্রিপুরা	আলু টিলা পাল-বাগান পাড়া।		[signature]
২৫	সনজিৎ ত্রিপুরা	কাপ পাড়া।		[signature]
২৬	কিতুক মোহন ত্রিপুরা	"		কিতু মোহন
২৭	হরণ জয় ত্রিপুরা	"		হরণজয়
২৮	কিশু কুমার ত্রিপুরা	"		কিশু কুমার
২৯	কমি বিকাশ ত্রিপুরা	তৈকাতাং হেডম্যান পাড়া।		[signature]
৩০	অলেন বিকাশ ত্রিং	কাপ পাড়া।		[signature]
৩১	রাজেন্দ্র ত্রিপুরা	তৈকাতাং হেড-ম্যান পাড়া		[signature]
৩২	দেব মায়	কাপ পাড়া		দেব মায়
৩৩	প্রসন্ন বিকাশ ত্রিপুরা	আলু টিলা রাধা সেস্থার পাড়া		[signature]
৩৪	তপন বিকাশ ত্রিপুরা	আলু টিলা রাধা সেস্থার পাড়া।		[signature]
৩৫	শান্তি রঞ্জন চাং	দেইলা কামাল চরন পাড়া		[signature]
৩৬	সুভেন্দু দেব চাকমা	দেইলা কামাল চরন পাড়া।		সুভেন্দু দেব
৩৭	রতীন বিকাশ চাকমা	দেইলা কামাল চরন পাড়া।		রতীন বিকাশ চাকমা
৩৮	সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা	তৈকাতাং হেডম্যান পাড়া।		[signature]

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৩৯	[illegible]	[illegible]	01558802875	[illegible]
৪০	[illegible]	[illegible]	01557201639	[illegible]
৪১	[illegible]	[illegible]	01553327383	[illegible]
৪২	[illegible] চাকমা	[illegible]	01553499003	[illegible]
৪৩	[illegible] চাকমা	[illegible]	01539534122	[illegible]
৪৪	[illegible]	[illegible]	01820716586	[illegible]
৪৫	[illegible]	চেয়ারম্যান	[illegible]	[illegible]
৪৬	[illegible]	[illegible]	01550605779	[illegible]
৪৭	[illegible]	[illegible]	01556524364	[illegible]
৪৮	[illegible]	[illegible]	01535059300	[illegible]
৪৯	[illegible]	[illegible]		
৫০	[illegible]	[illegible]	01552308946	[illegible]
৫১	[illegible]	[illegible]		[illegible]
৫২	[illegible]			[illegible]
৫৩	[illegible] চাকমা	[illegible]	01553210587	[illegible]
৫৪	[illegible]	[illegible]		[illegible]
৫৫	[illegible]	[illegible]	0155734069	[illegible]

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৫৬	প্রশান্ত ত্রিপুরা	প্রধান শিক্ষক আনুবিলা পুনর্বাসন সপ্রাঃবিঃ		[signature] ২৭/০৮/২৫
৫৭	রূপমালা চাকমা	অস্থায়ী কর্মী নারায়খাইয়া		[signature] ২৭/০৮/২৫
৫৮	শান্তিময় ত্রিপুরা	আনুবিলা পং		[signature]
৫৯	ধীমান খীসা	সমাজকর্মী, খাগড়াছড়ি সদর		[signature] ২৭/০৮/২৫
৬০	প্রতিভা ত্রিপুরা	আনুবিলা ক্যাম্প সংলগ্ন।		[signature] ২৭/০৮/২৫
৬১	[illegible]			
৬২	[illegible] চাকমা	সভাপতি, [illegible] বৌদ্ধ বিহার [illegible]		[signature]
৬৩	[illegible] বাবু	[illegible]		[signature]
৬৪	[illegible]	[illegible]		[signature]
৬৫	[illegible]	[illegible]		[signature]
৬৬	[illegible]	সভাপতি, [illegible] বৌদ্ধ বিহার।		[signature]
৬৭	[illegible]	[illegible]		[signature]
৬৮	[illegible]	[illegible]		[signature]
৬৯	[illegible] বি. চাকমা	[illegible] সমাজকর্মী		[signature]
৭০	[illegible] চাকমা	গ্রা. [illegible] হেডম্যান [illegible]		[signature]
৭১	[illegible]	নারান খাইয়া		[signature]
৭২	[illegible]	[illegible] কমিটি	০১৫৫২০৭৩৮৯৯৭	[signature]

ক্রমিক নং	নাম	সংগঠন-পদবী/পরিচিতি	মোবাইল	স্বাক্ষর
৭৩	শুভেশ্বন চাকমা	[illegible]		শুভ ধন
৭৪	রূপায়ন চাকমা	ঐ		রূপায়ন
৭৫	দীপায়ন চাকমা	ঐ		দিপায়ন
৭৬	[illegible] ত্রিপুরা	লক্ষ্মী নারায়ন মন্দির [illegible] (পুরোহিত)		
৭৭	পীযুষ কান্তি ত্রিপুরা (কোকোনাথ)	আলুটিলা [illegible] সভাপতি		পীযুষ
৭৮	[illegible] ত্রিপুরা	[illegible] শিবেশ্বরী মন্দির		[illegible]
৭৯	[illegible] ত্রিপুরা	[illegible]		[illegible]
৮০	সু[illegible] চাকমা			[illegible]
৮১	[illegible] ত্রিপুরা	[illegible]		[illegible]
৮২	[illegible]	[illegible]	01558455582	[illegible]
৮৩	[illegible] মজুমদার	ঠিকাদার	0155631684[illegible]	[illegible]
৮৪	ফাদার রাজেন্দ্র ত্রিপুরা	পাদ্রী	01550606565	[illegible]